রজব মাস মহান আলাহর মাস

ماه رجب ماه بزرگ خدا است

অনুবাদঃ

মুহম্মদ রিজওয়ানুস্ সালাম খান

ব্যবস্থাপনায়ঃ

নূরুল ইস্লাম একাডেমী, চণ্ডীপুর, (পঃ বঃ)

প্রকাশনায়ঃমাজমা-এ-যাখায়েরে ইস্লামী, কুম, ইরান

.....

শুরু করি আলাহর নামে যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু।

“রজব মাস মহান আলাহর মাস ॥”

আল–হাদীস ॥

.....

রজব মাস মহান আল্লাহর মাস

অনুবাদঃ মুহম্মদ রিজওয়ানুস্ সালাম খান (কুম, ইরান)
সম্পাদনাঃ জনাব মাওলানা আবুল কাসেম সাহেব (কুম, ইরান)
ব্যবস্থাপনাঃ নূরুল ইস্‌লাম একাডেমী, চণ্ডীপুর, (পঃ বঃ), ভারত
কম্পোজঃ আঞ্জুমান-এ-তাবেঈন-এ-আহলেবায়েত (আঃ),চণ্ডীপুর
প্রকাশকালঃ মহর্রম ১৪৩০, মাঘঃ ১৪১৫, জানুয়ারীঃ ২০০৯
প্রকাশনাঃ মাজমা-এ-যাখায়ের-এ-ইস্‌লামী, বাড়ি নং ১, গলি নং ২৩, আযার স্ট্রীট, কুম, ইস্‌লামী প্রজাতন্ত্র ইরান, দুরাভাষঃ ০০৯৮- ২৫১- ৭৭১৩৭৪০ ফ্যাক্সঃ ০০৯১- ২৫১- ৭৭০১১১৯.
Website:zakhair.net/E_mail: info@Zakhair.net
হাদীয়াঃ দশ টাকা মাত্র। সংখ্যাঃ ১২০০। মুদ্রণঃ কাওসার।

আই, এস, বি, এন: ৯৭৮-৯৬৪-৯৮৮-০৭৭-৮
গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশকের জন্য সংরক্ষিত

Title: **RAJOB MASHER FAZILAT O A'AMAL**
Translated By: M. Rizwanus Salam Khan. Edited By: M. Abul Qasim. Supervisor: Noorul Islam Academi, Chandipur, 24 Pgs (S), (W.B) India. Pulished By: Majma-E-Zakhair-E-Islami, Qom, Iran. Pulished On: 2009 A.D, 1430 A.H, 1415 Bn. 1387 Farsi Composed By: Anjuman-E-Tabeyeen-E-Ahlebaet (A.S),Chandipur W, B. Edition: First. Copies: 1200. ISBN: 978-964-988-077-8

قال النّبي صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وَسلّم:

فاطمة بضعة مني فمن اغضبها اغضبني

হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (স.) এরশাদ করেছেন:

ফাতেমা আমারই একটি অঙ্গ, যে তাঁকে অসন্তুষ্ট করল সে আমাকে অসন্তুষ্ট করল।[১]

[১] । ফাতহুল বারি শরহে সহীহ বুখারী- খণ্ড:৭, পৃ:৮৪, বুখারী- খণ্ড: ৬, পৃ: ৪৯১।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর সুস্থতা কামনার দোওয়া

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ وَّعَجِّل فَرَجَهُم
اَللَّهُمَّ كُن لِوَ لِيِّكَ الحُجَّة بنِ الحَسَن صَلَوَاتُكَ عَلَيهِ
وَ عَلى آبَائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلّ سَاعَة وَلِياًّوَّ
حَافِظاًوَّ قَائِداً وَّ نَاصِراً وَّ دَلِيلاً وَّ عَينًاحَتَّى تُسْكِنَهُ
اَرْضَكَ طَوعاً وَ تُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلاً.

"হে খোদা! তুমি স্বীয় প্রতিনিধি "হুজ্জত ইবনুল হাসান" এবং তার পবিত্র পূর্ব পুরুষগণের প্রতি অগণিত রহমত বর্ষণ করো এবং এই মুহূর্ত হতে সর্বদা তুমি তাঁর সংরক্ষক, পৃষ্ঠপোষক, সহায়ক, রক্ষক, তথা পথ-প্রদর্শক থেকো এবং তোমার জগৎকে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত অবশিষ্ট রেখো যাতে তোমার প্রতিনিধি তোমার নেয়ামত সমূহ হতে পূর্ণরূপে লাভবান হতে পারেন।"

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

শুরুতে রজব মাসের গুরুত্ব

শুরুতে রজব মাসের গুরুত্বের সামান্য বর্ণনা করতে চাই, কেননা সময় ও স্থানের ভিন্নতায় আমলসমূহের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য হয়ে থাকে। যেমনঃ সারা বছরের রাত্রের মধ্যে এমন এক রাত আছে যেটা হাজার রাত্রের (৮৩ বছর ৪ মাসের) থেকেও মূল্যবান ও কল্যাণকর। আর সেটি হল ক্বদরের রাত যে রাত্রে পবিত্র কুরআনে করিম মানব জাতির হেদায়েতের জন্য বিশ্ব নবী ও নবীকুলের শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহম্মদ মুস্তাফা (স.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়ে ছিল। যদিও তা অন্যান্য রাতের মত একটি রাত কিন্তু অন্য সকল রাতের থেকে অধিক কল্যাণকর। অনরূপ বহু স্থান এমনি আছে যার মূল্য অন্য

স্থানের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যেমনঃ মসজিদুল হারাম, মসজিদ এ কুফা, ওয়াদিউস্ সালাম ও অন্যান্য বহু স্থান। মসজিদুল হারামে এক রাকয়াত নামাজ অন্য স্থানের একশ হাজার রাকয়াতের নামাজের সমতুল্য, উভয় আল্লাহর জমিন কিন্তু একটা অন্যের তুলনায় অনেক উত্তম ও ঊর্ধ্বে।

রজব, শাবান ও রমজান মাস অন্য সকল মাসের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অন্য সমস্ত মাসের থেকে মূল্যবান। রজব মাসের গুরুত্ব ও মর্যাদা নবী করিম (স.)-এর ভাষায় শোন যাক, তিনি (স.) এরশাদ করেছেনঃ

"আল্লাহ তায়া'লা একজন ফেরেস্তাকে সপ্তম আসমানে "যাকে আমন্ত্রণকারী বলা হয়" নিযুক্ত করেছেন, যখন রজব মাস আসে তখন সেই ফেরেস্তা (রজব মাসের) প্রতিদিন রাত থেকে সকাল পর্যন্ত বলতে থাকেঃ সৌভাগ্যবান তারা যারা আল্লাহর (জীক্র) স্মরণ করে, সৌভাগ্যবান তারা যারা আল্লাহর (এবাদত) উপাসনা করে, আল্লাহ তায়ালাও এরশাদ করেনঃ আমি তার সাথে উপবেশন করব যে আমার সাথে উপবেশন করবে, এবং তার কথা শুনব যে আমার অনুগত্য করবে, যে পাপের ক্ষমা চাইবে তাকে মার্জনা করব। রজব মাস আমার মাস,

বান্দা ও আমার, রহমত ও আমার অতএব যে এই মাসে "দোয়া" প্রার্থনা করবে তার প্রার্থনা কবুল করব, যে চাইবে তাকে দান করব, যে হেদায়েত চাইবে তাকে হেদায়েতের আলোয় আলোকিত করব। রজব মাসকে আমি আমার ও বান্দার মধ্যে রশি বানিয়েছি, যে এই রশিকে আঁকড়ে ধরবে সে আমার সাথে সংযুক্ত হবে।"

এটা স্মরণ রাখা অবশ্যক যে হজরত মুহম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (সঃ) এই মাসের ২৭ তারিখে নবূয়্যতে অভিষিক্ত করা হয়েছে। যার কারণে এই মাসের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি হয়েছে, কেননা এই দিন হতে সব কিছু বদলে দিয়ে কেবল মাত্র একত্ববাদের চর্চা আরম্ভ হয়।

এই মাসের বিশেষ আমলের মধ্যে চারটি গুরুত্বপূর্ণ আমল বর্ণিত হয়েছে, যথাক্রমেঃ

১. রোজা ২. দোওয়া

৩. ইস্তেগফার ৪. নামাজ

১. রোজা

আমরা জানি যে বছরে কেবল মাত্র রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ, ঈদুল ফিতরের দিন ও ঈদুল আজহার (কুরবানী) দিন রোজা রাখা হারাম এবং আশুরার (১০ মহরমের) দিন রোজা রাখা মকরুহ, কিন্তু এছাড়া সারা বছরে রোজা রাখা মুস্তাহাব তার মধ্যে রজব ও শাবান মাসে নবী করিম (সঃ) ও তাঁর আহলেবায়েত (আঃ) রোজা রাখার বিশেষ তাগিদ করেছেন।

নবী করিম এরশাদ করেছেনঃ যে রজব মাসে একটি রোজা রাখে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে এবং আল্লাহর ক্রোধের আগুনকে নির্বপিত করে দেয়, জাহান্নামের দরজাগুলির মধ্যে একটি দরজা তার জন্য বন্ধ করে দেয় হয়, কোনো কিছুই রজব মাসের রোজার সমতুল্য হতে পারেনা, যে রোজা রাখবে এবং দোওয়া করবে তার দোওয়া কবুল করা হবে আর যা কিছু এই দুনিয়ার জিনিস চাইবে আল্লাহ তাকে প্রদান করবেন।

এই একটি রেওয়ায়েতে আমরা দেখতে পাই যে, যে রজব মাসে তিনটি রোজা রাখবে তার জন্য জান্নাত ফরজ হয়ে যাবে।

অন্যত্রে বর্ণনা হয়েছেঃ রজব মাসে রোজাদারের "শাফায়াত" (সুপারিশ) বাপ, মা, কন্যা সন্তান, পুত্র সন্তান, ভগ্নি, ফুফি, চাচা, খালা, মামা, পরিচিত ব্যক্তি ও প্রতিবেশীদের জন্য কবুল করা হবে যদিও তারা জাহান্নামের অধিবাসী হয় না কেন।

শেখ তুসি (রহ) ইমাম জাফর সাদিক (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ ১লা রজবে নূহ (আ.) নিজের সহচরের সাথে নৌকার আরোহণে করেন এবং সকলকে রোজা রাখার আদেশ দেন, অতপর ইমাম (আ.) বললেনঃ তোমার মধ্যে যে এই দিনে রোজা রাখবে তার থেকে জাহান্নামের আগুন এক বছর দূর হয়ে যাবে, যে সাত দিন রজব মাসে রোজা রাখবে জাহান্নামের সাতটি দরজা তার জন্য খুলে দেওয়া হয়, যে দশ দিন রোজা রাখবে আল্লাহ তায়ালা তার দোওয়া অবশ্যই কবুল করবেন, যে পনের দিন রোজা রাখবে তাকে বলা হয় তুমি নিজের আমলকে শুরু থেকে আরম্ভ

কর, আল্লাহ তোমার সমস্ত পাপ (গুনাহ) কে ক্ষমা "মাফ" করে দিয়েছেন এবং যে এর থেকে বেশি রোজা রাখ আল্লাহ তার পুরস্কার দ্বিগুণ করে দেন।

২. দোয়া

এই মাসে যে সকল দোয়া পড়ার তাগিদ করা হয়েছে; তার মধ্যে কিছু দোয়া নিম্নে উলেখ করা হল:

(ক) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর এই দোয়া পড়া:

يَا مَن اَرجُوهُ لِكُلِّ خَيرٍ وَآمنُ سَخَطَهُ عِندَ كُلِّ شَرٍّ يَا مَن يُعطِي الكَثِيرَبالقَلِيلِ يَا مَن يُعطِي مَن سَئَالَهُ يَا مَن يُعطِي مَن لَم يَسئَالهُ وَمَن لَم يَعرِفهُ تَحَنُّناً مِنهُ وَ رَحمَةً اَعطِنِي بِمَسئَلَتِي اِيَّاكَ جَمِيعَ خَيرِ الدُّنيَا وَجَمِيعَ خَيرِالآخِرَةِ وَ اصرِف عَنّي بِمَسئَلَتِي اِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدّنيَا وَشَرِّ الآخِرَةِ فَاِنَّهُ غَيرُ مَنقُوصٍ مَا اَعطَيتَ وَزِدنِي مِن فَضلِكَ يَا كَرِيمُ.

.....

তার পর বাম হাত দিয়ে চিবুক ধরে ডান হাতের তর্জনীকে নাড়ানো অবস্থায় এরূপ পড়বেঃ

يَا ذَا الجَلاَلِ وَالاِكرَامِ يَاذَا النَّعمَاءِ وَالجُودِ يَاذَا المَنِّ وَ الطُّولِ حَرِّمْ شَيبَتِي عَلَى النَّارِ.

উচ্চরণঃ

"ইয়া যাল–জালালি ওয়াল ইকরামি ইয়া যান–নামায়ি ওয়াল জুদি ইয়া যাল–মান্নি ওয়াত–তাওলি হার্রিম শায়বাতি আ'লান্নার।"

(খ) রজব মাসের জিয়ারত "জিয়ারত–এ–রজবিয়া" কে পড়া যা "মাফাতিহুল জিনান" দোওয়ার পুস্তকে রজব মাসের যৌথ আমলের অংশে বর্ণিত হয়েছে।

(গ) এই দোওয়াটি পড়া যা মোয়াল্লা ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, দোয়াটি খুবই অর্থপূর্ণ ও সামাজিক।

যার আরম্ভ এই বাক্য দ্বারা হয়েছেঃ–

اَللّٰهُمَّ اِنّي اَسئَلُكَ صَبرَ الشَّاكِرِينَ لَكَ...الخ

উচ্চরণঃ আলহুম্মা ইন্নি আসআ'লুকা সাবরাশ শাকেরিনা লাকা...

৩. ইস্তেগফারঃ (নিজের পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা)

পরম করুণাময় আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার রাস্তা থেকে প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং পাপ থেকে বিরত থাকার এক মাত্র পথ। পাপ থেকে তাওবা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার পথ। যেহেতু তাওবা এবং পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া পাপের প্রভাবকে শেষ করে দেয়, বিশেষ করে যথাযথ সময়ে যদি হয় আর রজব মাস ইস্তেগফার করার একটি উপযোগী সময়।

কোন বাক্যে আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাইব যিনি আমাকে ক্ষমা করে দেন?

না, বরং এই বাক্যে দোওয়া কর!

(ক) প্রতিদিন এই দোয়াটি একশত বার পড়াঃ

استغفِرُ اللهَ الّذي لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَلاَ شريكَ لَهُ وَاَتوب اليهِ.

উচ্চরণঃ

"আস্তাগফিরুল্লাহাল লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়া লা শারীকালাহু ওয়া লা শরীকালাহু ও আতুবো ইলাইহি।"

.....

(খ) প্রতি সকালে সত্তর বার এই দোয়াটি পড়াঃ اَستَغفِرُاللهَ وَاَتُوبُ اِلَيهِ

উচ্চরণঃ "আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতুবু ইলাইহি।"

এবং সন্ধ্যের সময় ও এই দোওয়াটি সত্তর বার পড়া, এই দোওয়া পড়ার পর সাথে সাথে হাতদ্বয়কে উঁচু করে এই দোওয়া পড়া:

اَللّٰهُمَّ اغفِرلِي وَتُب عَلَيَّ

উচ্চারণঃ "আলাহুম্মাগ ফিরলি ওয়াতুব আ'লাইয়া।"

যে এই জিক্‌র পড়বে, যদি রজব মাসে তার মৃত্যু হয় আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্টি হবে এবং জাহান্নামের আগুন তার কাছে আসতে পারবে না।

(গ) এই মাসে এক হাজার বার এই দোওয়া পড়াঃ

اَستَغفِرُاللهَ ذَاالجَلاَلِ وَ الاِكرَامِ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ وَالاَثَامِ.

উচ্চরণঃ "আস্তাগফিরুলাহা যাল–জালালে ওয়াল ইকরামি মিন জামিয়িজ জুনুবি ওয়াল আছাম।"

(ঘ) বারংবার এই জিকর পড়াঃ

اَستَغفِرُاللهَ وَ اَسئَلُهُ التَّوبَةَ

উচ্চারণঃ "আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আসআ'লুহুত তাওবা।"

৪. নামাজ

"নামাজ মুমিনদের মে'রাজ স্বরূপ এবং মানুষকে আল্লাহর তাকওয়া অর্জনে সহায়ক।"
"বিশ্ব নবী (স.)"

"নামাজকে সর্বদা আদায় করা সর্বোত্তম বিষয়।"
"নাহজুল বালাগা"

"নামাজ মানবজাতিকে অশ্লীল ও কুৎসিত কাজ থেকে বিরত রাখে।"
"সূরা আনকাবুতঃ আয়েত নংঃ ৪৫"

সমস্ত নবী আল্লাহর দাসত্ব (উবুদিয়্যাত) প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন, অতএব "নামাজ"

সর্বোত্তম (বন্দেগি) দাসত্ব। রজব মাসে বহু নামাজ বর্ণনা হয়েছে তন্মধ্যে কিছু নামাজ এখানে উল্লেখ করা হলঃ

(ক) পুরো রজব মাসে মোট ষাট রাকআত নামাজ আছে, যার নিয়ম হল এই যেঃ

প্রতি রাতে দুই রাকআত করে নামাজ পড়া যার প্রতি রাকআতে একবার আলহামদ এবং তিনবার সূরা কাফেরুন ও একবার সূরা তৌহীদ পড়া। নামাজের পর ডান হাত উঁচু করে এই দোওয়া পড়াঃ

لاَ اِلَهَ اِلاَّاللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمدُ يُحيِي وَ يُمِيتُ، وَ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيرُوَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، وَ اِلَيهِ المَصِيرُ وَلاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الاُمِّيِ وَآلِهِ.

উচ্চারণঃ

"লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওলাহুল হামদু য়্যুহয়ি ও য়্যূমিতু ওয়া হুয়া

হাইয়্যুন লা য়্যামূতু বি ইয়াদিহীল খায়রু ওয়া হুয়া আলা কুলি শাইঈন ক্বাদীরুন, ওয়া ইলাইহির মাসির ওয়লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইলা বিলাহিল আলিউল আজীম আলাহুম্মা সলে মুহাম্মাদিন আন্ নবীয়্যীল উম্মীয়ি ওয়া আলেহী।"

দোওয়ার পর হাতদ্বয়কে নিজের মুখ মণ্ডলে বোলাতে হবে।

নবী করিম (স.) হতে বর্ণনা হয়েছেঃ যে এই আমল করবে আল্লাহ তায়া'লা তার দোওয়া কবুল করবেন, এবং ষাট হজ্জ ও ষাট উম্রার ছোয়াব তাকে দান করবেন।

এছাড়া আরো নামাজ মোফাতিহুল জিনানে ও একবাল পুস্তকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা হয়েছে, যারা এই দোয়ার পুস্তকে দেখতে পারে।

উল্লেখযোগ্য উপলক্ষ্য সমূহঃ

১লা রজব পঞ্চম ইমাম হজরত মুহম্মদ বাকের (আ.)-এর জন্মদিবস।

প্রথম রজবে সর্বোত্তম আমল দোওয়া-এ হেলাল (চন্দ্র দেখার দোওয়া) পড়া। প্রথম রাত্রে চন্দ্র দেখার পর এই দোওয়া পড়াঃ

اللهمَّ اَهلَّهُ بلآمنِ والايمانِ والسلامةِ والاِسلامِ ربّي وربُّكَ اللهُ عزَّوجلَّ.

উচ্চারণঃ

"আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু বিল আমনি ওয়াল ঈমানি ওয়াস্ সালামাতি ওয়াল ইসলামি রব্বি ওয়া রব্বুকাল্লাহু আজ্জা ও জাল্লা।"

(খ) গোসল করাঃ যে গোসল করবে সে গুনাহ (পাপ) থেকে পবিত্র হয়ে যাবে।

(গ) হজরত ইমাম হোসায়েন (আ.)-এর জিয়ারত পাঠ করা।

তৃতীয় রজবঃ দশম ইমাম হজরত আলী নক্বী (আ.) ২৫৪ হিজরীতে শাহাদত বরণ করেন।

পঞ্চম রজবঃ নবম ইমাম হজরত মুহম্মদ তকী (আ.) ও দশম ইমাম হজরত আলী নকী (আঃ)-এর সাহাবা ইবনে সিক্কিতের শাহাদত (মৃত্যু) দিবস।

দশম রজবঃ ১৯৫ হিজরীতে নবম ইমাম হজরত মুহম্মদ তক্বী (আ.) জন্ম গ্রহণ করেন।

তের রজবঃ ৩০শে আমল ফিলে[১], শেরে খোদা (আল্লাহর সিংহ), রসূলের প্রথম খলীফা, আমিরুল মুমেনীন, মুত্তাক্বিদের ইমাম হজরত আলী ইব্নে আবী তালিব আলাইহিমাস্ সালামের শুভ জন্ম আল্লাহর ঘর কা'বাতে হয়। এছাড়া আইয়ামে "বিজ"[২]-এর প্রথম দিবস, তাই রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা রাখা অনেক ছোয়াব।

পনের রজবঃ বাইতুল মোকাদ্দাস হতে এই দিনে কা'বা ঘরের দিকে মুসলমানদের ক্বেবলা পরিবর্তনের আদেশ নাজিল হয়। হজরত আলী (আ.) ও হজরত ফাতেমা (আ.)-এর বিবাহ দিবস, নবী করিম

---

[১]. আমল ফিলঃ হাতির সন, আবরাহা বাদশাহ যে সনে কা'বা ঘরের উপর আক্রমণ করেছিল সেই বৎসরকে হাতির সন বলে ক্ষ্যাতি লাভ করে, এই বৎসরে আল্লাহর প্রিয় বন্ধু ও বিশ্ব নবী হজরত মুহম্মদ (স.) এর জন্ম হয়। আর হজরত আলী (আ.) ৩০তম বৎসরে আল্লাহর পবিত্র কা'বা গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন।

[১] .১৩, ১৪ ও ১৫ রজবকে আর্বী ভাষায় আইয়্যামে বিজ বলা হয় এর অর্থ হল উজ্জল দিবস, তার কারণ এই যে যেহেতু এই তিনদিনে চন্দ্র পূর্ণাঙ্গ রুপে জোৎস্না ছড়ায়।

(স) শো'য়বে হজরত আবু তালিব (আ.) থেকে বেরিয়ে আসেন এবং এই দিনে আমলে উম্মে দাউদ করা হয়।

চব্বিশ রজবঃ প্রথম ইমাম হজরত আলী (আ.)-এর হস্তে মরহব হত্যা হয়, অর্থাৎ খয়বর দিবস)।

পচিশ রজবঃ সপ্তম ইমাম হজরত মুসা কাজিম (আ.)-এর শাহাদত (মৃত্যু) দিবস।

ছাব্বিশ রজবঃ হজরত আলী (আ.)-এর পিতা ও নবীপাক (স.)-এর দয়ালু চাচা হজরত ইমরান আবুতালিব (আ.)-এর মৃত্যু দিবস।

সাতাশতম রজবঃ খুবই মহত্বময় দিবস, এই দিনে বিশ্ব নবী আল্লাহর প্রিয়তম বন্ধু হজরত মুহম্মদ মুস্তাফা (স.)কে নবুয়্যতের দায়িত্ব প্রদান করা হয়, আল্লাহ তায়ালা নবী (স.)কে রেসালাতের দ্বায়িত্ব দিয়েছেন, মোট কথা মুসলিম জগতের জন্য মহা ঈদের ও আনন্দের দিন। এই দিনের রোজা সত্তর বৎসরের রোজার সমতুল্য, রসূল (স.) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ শরীফ পড়া, দোওয়া, প্রার্থনা করা নামাজ পড়া ও ইবাদত করা ভীষণ ভাবে তাগিদ করা হয়েছে।

সৈয়্যদ বিন তাউস নিজের "ইকবাল" পুস্তকে যে আমল উল্লেখ করেছেন, যথারীতি নিম্নে দেওয়া হল।

যে ব্যক্তি ২৭শে রজবের রাত্রে বার রাকআত নামাজ পড়বে (প্রথম রাকআতে সূরা হামদের পর দশবার সূরা আ'লা "সাব্বে হিসমা" ও দশবার সূরা ক্বদর "ইন্না আন্‌জালনাহু" আর নামাজের শেষে রসূল (স.)-এর ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর একশতবার দরুদ পাঠ করবে, একশতবার "আস্তাগফিরুলল্লাহা" পড়বে, আল্লাহ তাবারক তায়া'লা তাকে ফেরেস্তার ইবাদতের ছোয়াব দান করবেন।

হে আল্লাহ! প্রিয় বন্ধু বিশ্ব নবী সৃষ্টির সেরা হজরত মুহম্মদ মুস্তাফা আহমদে মুজ্‌তবা (স.) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর অগণিত দরুদ, সালাম ও রহমত বর্ষণ করুন।

"সমস্ত মুমিন ও মোমেনাতের সাফল্য ও সুস্থতার জন্য দোয়ার অনুরোধ জানাই।"

.....

ইমাম হোসায়েন (আ.)-এর পবিত্র রৌজা শরীফ, কারবালা, ইরাক

****

সমাপ্ত

.....

নিম্ন লিখিত পুস্তকের অধ্যয়ণের আবেদন রহিলঃ

মরহুম জনাব নূরুল ইসলাম খান সাহেবের সংকলিতঃ

১. খিলাফত বনাম ইমামত
২. নারায়ে তকবীর...আল্লাহু আকবর, জয় গাহ বিধাতার, (কাবিতা)
৩. সংহতি কোন পথে? গণতন্ত্রে না জ্ঞানতন্ত্রে?!
৪. দিশা কোথায় হিকমতে না সুবিধাবাদে?!
৫. রসূল (স.) নির্দেশিত নিশ্চিত পন্থা
৬. নৈতিকতা সংহতির ভিত্তি
৭. যে চিন্তা আমাকে জমাত ত্যাগে বাধ্য করল
৮. হজ্জের রাজনৈতিক ধর্মীয় দিক, সৌদী সরকার কতৃক হজ্জকামীদের হত্যাকান্ড, কা'বা ও হজ্জের তত্ত্বাধানের যোগ্যতা ও সৌদী সরকার, ইত্যাদী।

জনাব মাওলানা হাবিবুল্লাহ খান সাহেবের অনুবাদিত পুস্তকঃ

১. আশার আলো (উমিদো কা উজালা)
২. নির্যাতিতা শহীদা মা ফাতেমা যাহরা
৩. সংক্ষিপ্ত আহকামুল ইসলাম
৪. হেদায়েতের আয়না (মিরআতুর রেশাদ)
৫. হিলয়াতুল মুত্তাক্বীন বা মুত্তাক্বীদের অলংকার
৬. নতুন যুগের সমস্যা ও তার সমাধান
৭. শিয়াদের প্রতি অশোভন অভিযোগ

.....

প্রাপ্তিস্থানঃ নূরুল ইসলাম একাডেমী, চন্ডীপুর, ঢোলাহাট, ২৪ পরগণা (দঃ), মোবাইলঃ ০৯৮৩৬৬৯৬০৯৬, ০৯৭৩৪৫১৪১০৩, ০৯৭৩৩৮৬০১৩২।

.....

প্রাপ্তিস্থানঃ

১. মাজমা-এ-যাখায়ের-এ-ইস্‌লামী, কুম,ইরান দুরাভাষঃ ০০ ৯৮- ২৫১- ৭৭১৩৭৪০ ফ্যাক্সঃ ০০৯১- ২৫১- ৭৭০১১১৯ Website:zakhair.net E_mail: info@Zakhair.net
২. মাদ্রাসা-এ-ইমাম খোমেনী, কুম, ইরান। সেলঃ +৯৮-০৯১৯৩৫৪ ১২০৪ *Email: rizwan110in@yahoo.com*
৩. মাদ্রাসা-এ-আহলুল বায়েত (আ.), হুগলী ইমাম বাড়া, মাওলানা হাবীবুলাহ খান সাহেব, সেলঃ ০৯৮৩৬৬৯৬০৯৬
৪. আল-মাহ্‌দী আহলুল বায়েত রিসার্চ সেন্টার, চন্ডীপুর ঢোলাহাট, দক্ষীণ ২৪পরগনা, সেলঃ ০৯৭৩৪ ৫১৪ ১০৩
৫. শহীদান-এ-কারবালা গণপাঠাগার, মাসিয়, ২৪ পরগনা (উঃ), মাওলানা হায়দার আলী সাহেব সেলঃ ০৯৭৩২৭১৬০৪৬
৬. আল-ক্বায়েম ইস্‌লামী রিসার্চ সেন্টার, কুমারপুর, পূর্ব মেদিনী পুর, মাহবুব আলম শাহ, সেলঃ ০৯৮৫১৪৭৩৬০৩
৭. মাদ্রাসা আলী ইবনে আবী তালিব (আ.), মেটিয়াবুরুজ কোলকাতা ৭০০০২৪, ফোন নং ২৪৬৯ ৭৪০৭
৮. আলে ইয়াসীন (আ.) গবেষণাগার, কোয়াবেড়িয়া, ইদ্রীস আলী খান (এম, এস, সি) সেলঃ ০৯৭৩৩৮৬০১৩২